তারিখ 30 AUG 1986 ... ...
পৃষ্ঠা ... ...5 কলাম 3... ...

দৈনিক ইনকিলাব

164

শিক্ষাঙ্গন

সুফল পাওয়া যাচ্ছে

মাদ্রাসা শিক্ষা আজ আর অবহেলার বিষয় নয়। যে শিক্ষা এককালে শুধুমাত্র আখিরাত পাওয়ার জন্যে অর্জন করা হতো; আজ তার বৈষয়িক অবদান অনস্বীকার্য।

সত্যিকার অর্থে 'দুনিয়া' এবং অখিরাত উভয় ক্ষেত্রে লাভবান হতে হলে মাদ্রাসা শিক্ষাই নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। একথা আজ সর্বজন স্বীকৃত হলেও, মাদ্রাসা শিক্ষায়তনে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। কাজির গরু কাগজে কলমে থাকলেও বছরান্তে ধরাপড়ে সত্যিকার চিত্র। ফাইনাল পরীক্ষায় এসে কমে যায় এ সংখ্যা। কিন্তু কেন? সরকার কর্তৃক সুযোগ-সুবিধাদান এবং আধুনিক শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার পরও মাদ্রাসা শিক্ষার এ করুণ অবস্থা কেন? এর একমাত্র কারণ, প্রাথমিক স্তর নামে জেনারেল শিক্ষাব্যবস্থার যে সুদৃঢ় ভিত্তিমূল রয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষায় তেমনটি ছিল না। অথচ ভিত্তি ছাড়া প্রাসাদ হয় না। মূল ছাড়া বৃক্ষের কল্পনাও করা যায় না। তবুও এতদিন এ শিক্ষাটিকে থাকা এর চাহিদার তীব্রতায়ই প্রমাণ। এই প্রেক্ষিতে এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা যেমন সময়োপযোগী তেমন এর ফলও সুদূরপ্রসারী হবে বলে দৃঢ়ভাবে আশাকরা যায়। এবতেদায়ী শুধু মাদ্রাসার প্রাথমিক স্তরহিসেবেই নয়, সার্বজনিন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও নিরক্ষরতা দূরিকরণেও মূল্যবান অবদান রাখতে শুরু করেছে। সংযুক্ত এবতেদায়ীর প্রতি সরকার সুদৃষ্টি দেয়ায় ইতিমধ্যে এর সুফল ফলতে শুরু করেছে। অবশ্য স্বতন্ত্র এবতেদায়ীগুলোর অবস্থা অত্যন্ত করুণ। অর্থনৈতিক দুর্গতির কারণে এগুলো এখন বন্ধ হতে চলেছে। সত্যি বলতে কি— অনেক ক্ষেত্রে এর মান নেমে যাচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে ফলপ্রসূ এবং আরও কল্যাণবহ করে গড়ে তুলতে হলে এর প্রাথমিক স্তরকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এজন্যে স্বতন্ত্রগুলোতে নিয়মিত বেতনক্রম চালু অত্যাবশ্যক। এরপর উভয় এবতেদায়ীকে পর্যায়ক্রমে সরকারীকরণের মাধ্যমে সফলতার উচ্চ শিখরে পৌছাতে হবে। অন্যথায় পরবর্তী পর্যায়ের মাদ্রাসাগুলোতে কোটি কোটি টাকা খরচ করেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না।

—মোস্তফা রুহুল কুদ্দুস
সদস্য, মনিরামপুর প্রেসক্লাব,
মনিরামপুর, যশোর।